ঝিনাইদহে মহিলা দলের নির্বাচনী উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে নির্বাচনী উঠান বৈঠক করেছে মহিলাদল। সোমবার সকালে সদর উপজেলার পৈলানপুর গ্রামে হরিশংকরপুর ইউনিয়ন মহিলাদলের উদ্যোগে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, ইঞ্জিনিয়ার আসাদুর রহমান চৌধুরী, জেলা মহিলা দলের সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুন নাহার লিজি, জেলা বিএনপির সহ দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহম্মেদ বাপ্পি, ইউনিয়ন মহিলাদলের আহবায়ক লিসা খানসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

উঠান বৈঠকে বক্তারা বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার নির্বাচন। এ জন্য তারা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের আরও সংগঠিত হতে হবে। তাই আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল রবিবার বিকেলে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা ও জেলা

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা বিএনপির সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক পিপি আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ও সিনিয়র নেতা আনসারুল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, মহিলা দলের নেত্রী নাজমুন নাহার রিনা, নোমিনা, রওশন আরা, সালমা মেরিনা, মনোয়ারা মেম্বারসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

দর্শনায় বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থকের জামায়াতে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার দর্শনায় লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগের ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিন যোগদানকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা যোগদান করেন। গতকাল রোববার বিকেলে দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের বলদিয়া গ্রামের একটি মাদ্রাসায় এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের রাজনীতির একটি ভিশন আছে। আমাদের রাজনীতি যেনতেনো নয়। আমাদের দর্শন শুধু ভোটাভুটি না। আসমান-জমিন সবকিছু আল্লাহর, তাই এখানে আইন চলবে

আল্লাহর। আমরা সকল জায়গায় আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েম করতে চাই। সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। আল্লাহর বিধান চালু হলে দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে মুক্তি মিলবে। ৫ তারিখের পরে আমাদের পেশা পরিবর্তন হয়নি, আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি। কিছু মানুষ আলাদিনের চেরাগ পেয়েছে। আমরা টাকা ইনকামের জন্য রাজনীতি করি না। আমরা মানবতার কল্যাণ সাধন করতে চাই, সত্যের পথে থাকতে চাই। জামায়াতের কর্মীরা সবাই চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত। আমরা বলতে পারি আসুন আখিরাতের চিন্তা করে দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে বসবাস করি। তিনি বলেন, সব দল দেখা শেষ দাঁড়িপাল্লার বাংলাদেশ।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ, দর্শনা থানা আমীর রেজাউল করিম মাস্টার, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আবুল কালাম, তিতুদহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি লিটন হোসেন, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সভাপতি শফিকুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মাসুদুর রহমান, ইউনিয়ন টিম সদস্য আলমগীর হোসেন, হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহাবুব হাসান। যোগদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার।

লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

দর্শনার তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার জানান, লালনভক্তরা জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করেছেন। লালনভক্তরা লালনের কৃষ্টি–কালচারের মধ্যে দিন-দুনিয়া এবং ইসলামের কোনো কিছু খুঁজে না পেয়ে ইসলাম ও আল্লাহকে বুকে ধারণ করে যোগদান করেছেন। তাদের পাশে তারা সর্বদা থাকবেন। আজ ১০২ জন যোগদান করেছেন।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে

বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কুষ্টিয়া ২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেছেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুরে নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম ভেড়ামারা এবং মিরপুর উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা শুধু একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এই সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের ফোরামগুলো সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। আমি তাদের পাশে আছি এবং সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

রাগীব রউফ চৌধুরী সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রস্তাব ও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইকবাল খান, জেলা শাখার সদস্য সচিব কাউছার আজম, সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক ইশতিয়াক মাহমুদ,

যুগ্ন আহবায়ক রাজিবুল ইসলাম,মাসুমা খাতুন, মাহির আলী, ভেড়ামারা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক আসিফ হাসান,সদস্য সচিব জান্নাতুল ফেরদৌস, যুগ্ন আহবায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম রওনক, জিনিয়া খাতুন, ফয়সাল আহমেদ রানা, সদস্য রুবেল আলম, ফারুক হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম, আইনি সহায়তা এবং পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে রাগীব রউফ চৌধুরীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় দেশনায়ক তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা সহ সমাজে নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, জেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল শনিবার রাতে শহরের কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গণে এই দোয়া মাফফিলের আয়োজন করা হয়।

জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহাম্মেদ বিজন।

এসময় বক্তারা বলেন, আজ আমরা উৎকণ্ঠিত, আমরা উদ্বিগ্ন। দেশনেত্রী যখন অসুস্থ, আমরা রাব্বুল আলামিনের কাছে দু’হাত তুলে প্রার্থনা করতে চাই। বাংলাদেশের এই সংকটকালীন সময়ে তিনি যেন তাঁর করুণা আমাদের ওপর বর্ষণ করেন।

আগামী দিনে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যে বাংলাদেশ হবে গণতন্ত্র, নিরাপত্তা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে মানুষের বাংলাদেশ।

তাই বেগম খালেদা জিয়া সুস্থতা কামনা করে আমরা সকলেই দোয়া করবো। যেন তিনি আবারও এই বাংলাদেশের সেবা করার সুযোগ যেন আল্লাহপাক তাকে দেন। তাহলে আমরা এই বাংলার মানুষ যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে আছি তা পূরণ হবে।

এসময় জেলা বিএনপির জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালুসহ শ্রমিকদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার পরে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগ মুক্তি ও পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং উপস্থিত সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

কমিটি গঠনে আর্থিক লেনদেন প্রমাণ করতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা ও বানোয়াট দাবি করে পাল্টা

সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ।

আজ শনিবার সদর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে ওয়ার্ডস্তরের নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে জাফরুল্লাহকে সভাপতি ও রবিউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

গত ৫ ডিসেম্বর সকাল আনুমানিক ১১টায় মেহেরপুর প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপির জামাই পরিচয়দানকারী আসিফুল হক মজনু কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনোনীত হতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য উপস্থাপন করে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি ওই সংবাদ সম্মেলনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

তিনি অভিযোগ করেন, মজনু একজন অসৎ চরিত্রের লোক এবং বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ড ও নারী কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। এসব কারণে ইউনিয়নবাসী তাকে কোনো দায়িত্বে দেখতে চান না।

তিনি আরও বলেন, সে যে আর্থিক লেনদেনের কথা বলছে তা ভিত্তিহীন। তার সঙ্গে আমার কোনো অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই। যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমি নিজেই তার দাবিকৃত সব টাকা ফেরত দেব এবং রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেব।

তিনি মিথ্যা বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনকে কলঙ্কিত করার হীন চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

টাকা নিয়েও সভাপতি না করার অভিযোগ বিএনপি নেতা ফয়েজের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কমিটির গঠনে অর্থ বিনিময়ের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তোলেন সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি প্রার্থী আছিফুল হক মজনু।

সংবাদ সম্মেলনে আছিফুল হক মজনু অভিযোগ করে বলেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির পদ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন সময় তার কাছ থেকে সর্বমোট প্রায় ১১ লাখ টাকা নিয়েছেন ফয়েজ মোহাম্মদ।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর পৌর কলেজের প্রভাষক ও মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির বিতর্কিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ আমার সাথে সাত লক্ষ তিন হাজার টাকা খেয়ে খায়েশ না মিটলে ২৯/১১/২৫ ইং তারিখে রাত ১০.৩০ মিনিটে মনোহরপুর গ্রামের জাফর উল্লাহকে সভাপতি দিয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে অবৈধভাবে কমিটি ঘোষণা করেন। কুতুবপুর ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা সুপার ফাইভ কাউকেই না ডেকে বিএনপির বিতর্কিত কমিটি ঘোষণা করেন। ২৯/১১/২৫ ইং তারিখে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, সারা দেশের মানুষ যখন দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে ব্যস্ত তখন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ কমিটি ঘোষণা করেন। এটা আমাদের বিএনপির জন্য লজ্জাজনক। আর কত টাকা বেশি পেয়েছিলেন, তা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানতে চাই।

আমি বারবার উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে বলেছিলাম যে ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন সভাপতি নির্বাচিত করতে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত ০৯টি ওয়ার্ডের সুপার ফাইভ ও তৃণমূলের মতামত নিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ফয়েজ মোহাম্মদ বিষয়টি আমলে না নিয়ে অবৈধভাবে কমিটি ঘোষণা করেছেন।

টাকার বিনিময়ে দেওয়া এই অযোগ্য কমিটি বাতিল করা এবং এই বিতর্কিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অব্যাহতি বা বহিষ্কার করে সদর উপজেলা বিএনপি কমিটিকে বাঁচানোর জন্য জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

তিনি জানান, এক দিনেই পদ দেওয়ার নাম করে ৩ লাখ টাকা নেয়। পরে আপেল নামের একজনের উপস্থিতিতে ফয়েজ মোহাম্মদের ঘরে ৫০ হাজার টাকা দিই, যার সাক্ষীও রয়েছে। এরপর সভাপতি হওয়ার পর আমাকে সভাপতি করবেন বলে আরও ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা নেন।

তিনি দাবি করেন, বারবার অর্থ নেওয়ার পরও ২৯ নভেম্বর রাতে মনোহরপুর গ্রামের জাফর উল্লাহকে সভাপতি করে কমিটি ঘোষণা করেন ফয়েজ মোহাম্মদ। কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কথা থাকলেও কোনও তৃণমূল নেতাকর্মীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কমিটি প্রকাশ করা হয়।

আছিফুল হক মজনু অভিযোগ বলেন, হামলা-মামলার শিকার হয়েছি। কিন্তু বিনিময়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। নিঃস্ব হয়েছি।

সংবাদ সম্মেলন থেকে তিনি অনতিবিলম্বে ঘোষিত কমিটি বাতিল ও ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতির পদ প্রত্যাহারসহ তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহম্মদ বলেন, টাকা-পয়সা লেনদেন করে কমিটি গঠনের সঙ্গে আমার ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। যদি এটাকে প্রমাণ করতে পারে, আমি রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেব। সে ওয়ার্ড সভাপতি প্রার্থী ছিল এরকম আরও তিনজন প্রার্থী ছিল। আওয়ামী লীগের যে এমপি ছিলেন, কামারুল, তার জামাই হিসেবে তার সঙ্গে ছবিও আছে। সে ওই পরিচয়ে এর আগে মানুষের জমি দখল করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল, এমনকি নারী কেলেঙ্কারিতেও জড়িত ছিল বলে জানতে পারি। কমিটি দেওয়ার সময় ওয়ার্ড সভাপতিসহ বিভিন্নজনের মতামত নিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করেনি। সে কারণেই তাকে সভাপতি করা সম্ভব হয়নি।

ফয়েজ আরও বলেন, সব ইউনিয়নেই কমিটি হয়ে গেছে, কুতুবপুর ইউনিয়নের হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া যাচ্ছে না, এজন্যই মোটামুটি ওয়ার্ড সভাপতিদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষেরই একই কথা ছিল যারা ১৭ বছর রাজপথে ছিল, তাদের কমিটিতে রাখা। সেজন্য তাকে সভাপতি করেছি সে ১৭ বছর রাজপথে ছিল, যুবদলের নেতা ছিল।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, এই ঘটনাটা আমার মনে হয় না সত্য। কারণ এটা যদি হতো, তাহলে আগেই জানতে পারতাম। কমিটি হয়তো অন্য জায়গায় গেছে, সে কারণে হয়তো এমন অপপ্রচার করছে। আমি তাদের বলেছিলাম মিল্টন ভাই এসেছেন, তোমরা অভিযোগ দিছো, আমি আছি, মিল্টন ভাই আছেন, নেতারা সবাই আছেন, তোমরা আসো। কিন্তু ওরা কেউ আসেনি। অভিযোগ দিছে, আমি ডাকলাম তাহলে আসবে না কেন? অভিযোগ আমাদের কাছে আগে দেবে, সাংবাদিকদের কাছে দেবে কেন? জেলা বিএনপি কারোর কাছ থেকে এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দিয়েছে এমন কোনো নিদর্শন নেই। এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দেওয়া হয়নি, ৭ লাখ ৮ লাখ তো দূরের কথা। পুরো বিষয়টাই বানোয়াট।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনের জের ধরে গতকাল সন্ধ্যায় অভিযোগকারীর বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া-মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে বিকেল ৫টায় আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর স্কুল মাঠে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, “দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন। তাঁর দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে আন্তরিক দোয়া কামনা করছি।” তারা আরও বলেন, বেগম জিয়ার সুস্থতাই এখন দলের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা

বিএনপ’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ ও ওমর ফারুক লিটন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেনসহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মোনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় প্রেসক্লাব হলরুমে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু এবং যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম।

দোয়া অনুষ্ঠান শুরুর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বর্ণাঢ্য জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দোয়া ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদ হাসান সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, নির্বাহী সদস্য তাছির আহম্মেদ, হাবিবুর রহমান হবি, আরিফুল ইসলাম মিলন, সদস্য শেখ হাতেম, জহুরুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব সাংবাদিক

সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু এবং সহসভাপতি মোজাম্মেল শিশির প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় যে অবদান রেখেছেন, তা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারা তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

আলোচনা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা আশরাফুল হক।

আলমডাঙ্গায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামী গ্রামবাসীর উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে জামজামী গ্রামের বাসিন্দারা ঐক্যবদ্ধভাবে নিজস্ব উদ্যোগে এই দোয়া মাহফিল আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে দেশনেত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালিত হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ রফি উদ্দিন মেম্বার, মো. রবিউল ইসলাম, মো. আরিফুল ইসলাম আরিফ মেম্বার, হুমায়ুন আলী, ফজলু মেম্বার, মো. আ. আলিম, রুনজান, মানোয়ার আলী, গোলাম কিবরিয়া, আশাবুল আলী, চাদ আলী, আলমগীর মাস্টার, বিশারত আলী, রোকমান আলী, সায়েত আলী, ইদ্রিস আলী, লাল মোহাম্মদ, মিস্টার আলী, রওনক হাসান প্রমুখ।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সবাই বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও প্রার্থনা করেন।